সংবাদ

তারিখ ... 6 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

বদলগাছী বঙ্গবন্ধু সর. কলেজ কেন্দ্র

বহিষ্কৃত ছাত্রের পরীক্ষা দেয়া নিয়ে তুলকালাম

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

গত মঙ্গলবার বদলগাছির বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় এইচএসসির কেন্দ্রে উপজেলার মির্জাপুর কারিগরি ও বিএম কলেজের ছাত্র জুয়েল হোসেন প্রথম দিন বহিষ্কৃত হয়। বাংলা-পরীক্ষার দিন অসুদুপায় অবলম্বনের দায়ে ওই কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলার সমাজ সেবা অফিসার কক্ষ পরিদর্শককে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। কিন্তু কক্ষ পরিদর্শক ও কেন্দ্র সচিব বিষয়টি আমলে নেয়নি। ফলে ওই ছাত্র গত মঙ্গলবার ইংরেজি পরীক্ষায় যথারীতি অংশগ্রহণ করে। ঘটনার দিন দায়িত্ব প্রাপ্ত সমাজ সেবা কর্মকর্তা আবারও পরিদর্শনে গিয়ে ওই ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে দেখলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়ে।

তখন তাৎক্ষণিক বিষয়টি ধামা চাপা দিতে কেন্দ্র সচিব অধক্ষ্য সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী পরীক্ষার্থী জুয়েল হোসেনকে বিগত ২ তারিখ দেখিয়ে স্বাক্ষর করে বহিষ্কারাদেশ দিয়ে নোটিস প্রদান করেন। বহিষ্কৃতের (রোল নং-১৩২০৮২, রেজি. নং-৮৩২০৮১) পরীক্ষার্থী জুয়েল হোসেন গত মঙ্গলবার বেলা ১১টায় পরীক্ষাকেন্দ্রে থেকে বাহিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের বলেন, গত ২ এপ্রিল বাংলা-২ পরীক্ষায় তাদের কক্ষের অনেকেই নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও নকল করছিলেন। পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের বিশ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম পরীক্ষার কক্ষে ঢোকেন। সেই সময় তাকে দেখে প্যান্টের পকেটে ফটোকপি কাগজ লুকিয়ে রেখেছিলেন। সমাজসেবা কর্মকর্তা এসে তার খাতা কেড়ে নিয়ে যান। এ ঘটনায় ওইদিন তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে সেটি কেউই জানায়নি। ঘটনার দিন ইংরেজি-২ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরীক্ষা দেয়ার একঘন্টা পর কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করে তার পরীক্ষার খাতা কেড়ে নিয়ে তাকে কেন্দ্রে থেকে বের দেন।

কক্ষ পরিদর্শক ও কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে যোগসাজশের অভিযোগ

এ বিষয়ে কেন্দ্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান ওই কেন্দ্রে তিনি দায়িত্ব পালন করার সময় প্রথম দিন কক্ষ পরিদর্শককে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কক্ষ পরিদর্শক ও কেন্দ্র সচিব যোগসাজশে ওই ছাত্র জুয়েল হোসেনকে বহিষ্কার না করায় যথারিতি গত মঙ্গলবার ইংরেজি-২ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট পরীক্ষা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হুসাইন শওকতকে অবগত করে তার পরীক্ষার খাতা নিয়ে তাকে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছি। এ ঘটনার জন্য তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রের সচিব ও কক্ষ পরিদর্শনকে দায়ী করেন। কক্ষ পরিদর্শক আজাদ হোসেন বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হয়তো পরীক্ষার্থীর প্রতি সদয় হয়েছেন ভেবেছিলাম। তাই পরীক্ষার্থী আজকের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসে পরীক্ষার খাতা কেড়ে নেন।

এ বিষয়ে কেন্দ্র সচিব অধক্ষ্য সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন পরীক্ষার্থী জুয়েল হোসেনকে প্রথম দিন বহিষ্কার করা হলে ওই দিন সময়ের অভাবে নোটিস প্রদান করা হয়নি। আজকে তার বহিষ্কারাদেশ এর নোটিস প্রদান করা হয়েছে। তাকে প্রথম দিন বহিষ্কার করা হলে দ্বিতীয় দিন ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেন কি করে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন কেন্দ্র সচিব এর হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। যেমন কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের কারণে কেন্দ্রে হট্টগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ওই পরীক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কারাদেশ না দেয়া যেতে পারে।

তিনি আরও জানান একটি পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হলে ৩টি ফরমেট পূরণ করতে হয়। ফরমেটের তৃতীয় কলামে কেন্দ্র সচিব পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডে গোপন রিপোর্ট দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার্থী সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষা সমাপ্ত করলেও ওর রেজাল্ট আসবে না। কারণ কেন্দ্র সচিবের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

বাংলাদেশ
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
স্বাক্ষর